22 OCT 2016

যুগান্তর

আটপাড়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ বিক্রির অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

আটপাড়া উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের আমাটী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৩ শিক্ষকের পদ বিক্রি করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই ৩ সহকারী শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে তাদের পদত্যাগ দেখানো হয়েছে। পরে শূন্য পদে অর্থের বিনিময়ে ৩ শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এমন অভিযোগ করেছেন প্রতারণার শিকার ৩ শিক্ষক। তারা হলেন তিন সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলাম খান, মো. আবদুল হামিদ খান ও মুখসেদ আলী খান। তারা এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগে তারা উল্লেখ করেছেন, আমাটী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মো. কামরুজ্জামান খান। এ সময় ওই তিন শিক্ষককে নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে দুই বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

চলতি বছরের ২ মে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় থেকে ওই স্কুলটি জাতীয়করণের বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে চিঠি দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষক তার মাকে সভাপতি ও অন্য আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে পারিবারিক ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন। তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ৩ শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে তাদের অব্যাহতি দেখান। পরে অর্থের বিনিময়ে ওই ৩ পদে শিক্ষক নিয়োগ দেন। এমন জালিয়াতির প্রতিবাদে প্রতারিত ৩ শিক্ষক জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এদিকে প্রধান শিক্ষক মো. কামরুজ্জামান খান বলেন, তার বিরুদ্ধে একটি পক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। স্বাক্ষর জাল করে কোনো শিক্ষককে বাদ দেয়া হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। স্কুলটি তিনি নতুনভাবে চালু করছেন বলে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।